ক্ষমা করো না চে

অংশু মোস্তাফিজ

হিমালয়ে কেটেছে আমার ব্যক্তিগত জীবন
পোকামাকড়ের সাথে বরফ মিশে
খেয়েছি দীর্ঘদিন,
নড়াচরার জন্য একবার এপাশ ওপাশ করে
রেকর্ড গড়েছি অলিম্পিকে,
একটামাত্র জীবনে ঘুমানো হয়নি কখনো

আমার হাসি কান্না ঢাকা পড়েছে
নৈমন্তিক তুষারপাতে,
বোকার মত এক জীবন কাটিয়েছি হিমালয়ে
এক বুক অগ্নুৎপাত দাবানলের সব
গিলে ফেলেছে কুয়াশা

ষাট বছর পর চেয়ে দেখি আমি শুদ্ধ অ-পুরুষ
আমার সমস্ত রক্ত মাংসেই হিম
শীতলতার চূড়ান্ত ঠিকানা,
মৃত্যুর আগে বুঝে উঠেছি সবে- আমি নিজেই একটা
বিক্ষত হিমালয়-
তারপরও যে বিপবে আসতে পারেনি
ক্ষমা করো না চে- তারপরও ব্যর্থদের ক্ষমা করতে নেই

ভন্ডদের রাইফেলের সামনে দাঁড় করাও চে
ব্রাশফায়ার করো কলজে বরাবর,
যে রিকশা থেকে নেমে বিপবের কথা বলে তাকে
গলা টিপে মারো- যে বিপবের বক্তৃতায়
ক্লান্ত হয়ে শীতলরুমে ঘুমোয় তাকে ঠেলে
দাও ক্ষুধার্ত সিংহের দরজায়- যে তিনতারা বলয়ে
বিপব বিপব বলে গলা শুকিয়ে
ফেলে তার মুখে ঢেলে দাও এক পেগ এসিড-
বিপবের রাজটিকা পরে যে কমরেড
সাম্রাজ্যবাদীর টাকায় দুপুরের ভাত খায়
তার গলায় পরিয়ে দাও গ্রেনেডের মালা,
ওরা বিপব নষ্ট করে
ওরা হজ্জ করে এসে ভগবানের পুজা
করে-ওদের মরতে দাও

ক্ষমা করো না চে– তারপরও ব্যর্থদের ক্ষমা করতে নেই

যে বিপব কি জানেনা– কোনশব্দ শোনেনি
বিপব বলে– যে কোন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের
পেছনের চেয়ারেও বসেনি কোনদিন,
দুবেলা খাবার জোটাতে যার কেটে গেছে একচলিশের
শেষ যৌবনটুকুও– সে যদি কোনদিনও
ধনবাদীদের দিকে লাল চোখে তাকায়, ওর মাথায়
হাত বুলাও চে–ওকে আর্শিবাদ করো–
সেই বিপবের অগ্নিপুরুষ

চে, আজ তোমার বোধ নেই আমাকে শোনার
তোমার বোধ নেই আমাকে ক্ষমা না করার-
ওদের ক্ষমা না করার–ওর মাথায় হাত বুলাবার,
তবু তোমাকে বলবো বিপব সফল হবেই
একদিন শোগান উঠবে দুনিয়াজোরা–নব্বইজনই
এসে দাঁড়াবে সব রাজপথে–সব প্রসাদ তাক
করে আঙ্গুল উঠবে–ধনবাদের সব ইট
খসে পড়বে এক মিছিলের চিৎকারে,
চে বরং ধনবাদীদেরই ক্ষমা করে দাও–বরং
অপেক্ষা করো সব মজুরের চোখ লাল হবার

কোটি কোটি বছরের এক পৃথিবী-আরো হাজার
বছর না হয় ওরা অধিকারে রাখবে,
কিন্তু তারপর, তারপর যখন নব্বইজনই হয়ে **রুবাজি**

একদিন সুবিল সরোবরে দেখা তোমার সাথে
জাগতিক একজন মানুষের সাথে
একদিন দেখা অজাগতিকের
একদিন জোৎস্নাকাটা শরতের রাতে
একদিন আবির কেনা মধ্য সাঁঝে
একদিন দেখা পৌষের রাতে

একদিন নিঃশ্বাসে তোমার পত্র ছিলো
একদিন বিশ্বাসে তোমার উপস্থিতি
সব ছেড়ে একদিন জাগতিকের সাথে
শব্দহীন বসেছিলাম উষ্ণ কলেবরে
একদিন আকাশে জোৎস্নার মেলা বসেছিল
সময়ের অর্জন নিঃশব্দ হেসেছিল

একদিন নৃত্তাবাসে তবু ঘুম আসেনি
ভ্রম আসেনি তবু একদিন
পবিত্র মানবীর বন্ধনে স্পর্শ হলো একদিন
একদির রাষ্ট্র হলো এই শতকের যিশুর জন্মসূত্র

একদিন এইসব বিগত হলো
উনিশ একাত্তর কিংবা ঘুম থেকে
জেগে ওঠা ভোরের মতো
পৃথিবী পূর্ণ ইতিহাসের ক্ষত

চন্দর সূর্যের কথা বলা তারপর হয়নি
শতবর্ষ পরে একদিন জানা গেল

অংশু মোস্তাফিজ
সম্পাদক- প্রজন্ম একুশ
হোটেল পার্ক বিল্ডিং, বড়গোলা, বগুড়া
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ইমেইলঃ aungso1987@gmail.com

আংশুর আগের কবিতা ও লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন